বন শহীদ দিবস ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০১৮

বনমন্ত্রীর আবেদন

উত্তরের সুউচ্চ পার্বত্য বাস্তুতন্ত্র থেকে দক্ষিণের সাগর সংলগ্ন ম্যানগ্রোভ অরণ্য পর্যন্ত বিস্তৃত আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের বনবিভাগের ইতিহাস সার্ধশতবর্ষ অতিক্রান্ত, এই দীর্ঘ সময়কালে বনবিভাগ পশ্চিমবঙ্গে বনসৃজন, বনরক্ষা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে অবিচল। অরণ্য, বন্যপ্রাণ ও এই রাজ্যের মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সবুজ বাংলা, সুন্দর বাংলা উপহার দেওয়াই বনবিভাগের উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই বনবিভাগের সর্বস্তরের কর্মচারী ও আধিকারিকরা কাজ করে চলেছেন। সময়ের সাথে মূল্যবান অরণ্যসম্পদের উপর কতিপয় মানুষের প্রতিনিয়ত লোভাতুর দৃষ্টিকে প্রতিহত করতে বনবিভাগ সদা তৎপর, এবং ফলতঃ আসে সংঘাত, একইভাবে এলাকাভিত্তিক বন্যপ্রান ও মানুষের বিক্ষিপ্ত সংঘাত নিরসনও বনবিভাগের কর্মচারীদের নিত্যকর্তব্য। জীবনের ঝুঁকিনিয়ে প্রতিকূল পরিবেশে বনবিভাগের কর্মচারী - আধিকারিকরা কাজ করে অভ্যস্ত, কখনো কখনো বনকর্মীরা হন আক্রান্ত, তবুও তাঁরা পিছপা হন না কর্তব্য সম্পাদনে। যদিও যৌথ বন পরিচালনার মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষকে বনদপ্তরের কাজে যুক্ত করার প্রচেষ্টায় এই ঝুঁকি ও সংঘাত বর্তমানে অনেক কমের দিকে। তবু বহু বনকর্মী ও আধিকারিক নিজেদের জীবন দিয়ে রক্ষা করছেন আমাদের এই অরণ্য, বন্যপ্রান এবং অবশ্যই বনসংলগ্ন মানুষকে।

সর্বস্তরের বনকর্মীদের সেই আত্মত্যাগকে স্মরণ করার জন্যই প্রতিবছর ১১ই সেপ্টেম্বর আমরা পালন করি বনশহীদ দিবস। আসুন আমাদের রাজ্যের বন শহীদদের শ্রদ্ধা জানাই, স্মরণ করি তাঁদের আত্মত্যাগ। দৃঢ় হোক - আমাদের আগামীর শপথ, গড়ে তুলি সবুজ বাংলা, সুন্দর বাংলা।

"বন শহীদের আত্মদান, কৃতজ্ঞতায় স্মরন করি তাঁদের অবদান
আসুন সবাই করি যোগদান, সফল হোক সবুজ রক্ষার অভিযান"

কলকাতা
১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

(বিনয় কৃষ্ণ বর্মন)
বনমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ সরকার